গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নে পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রত্যাশা ভিত্তিক জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা কর্মশালা গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সহযোগীতায় ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদ এ আয়োজন করে।

ধানখোলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলম।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিন, ইউ,পি সচিব মোঃ মতিয়ার রহমন,ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ আজিজুল হক,ধানখোলা ইউনিয়ন সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলামসহ ইউপি সদস্য, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন গ্রামের গন্যমান্য ব্যাক্তি প্রমুখ।

দিনব্যাপি আয়োজিত পরিকল্পনা কর্মশালা পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর প্রশিক্ষন বিভাগের প্রশিক্ষক সুখময় পাল।

পরিকল্পনা কর্মশালায় এসডিজি স্থানীয়করণে পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে স্থানীয় সম্পদ ও নেতৃত্ব, এবং সরকারি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার করে ইউনিয়নের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সমস্যা সমাধান করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনা শেষে ইউপি সদস্য ও পেনেল চেয়ারম্যান -২ মোঃ আবু সাইদ টোকনে সভাপতি করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আদালত চত্বরে ধূমপান, একজনের জরিমানা

তিন ধুমপায়ি বিড়ির নেশা থামাতে না পেরে জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনের তৃতীয় তলার করিডোরেই শুরু করেন ধূমপান।

ঘটনাটি চোখ এড়াতে পারেনি মেহেরপুর সদর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহর। নজরে আসার সাথে সাথে তিনি কোর্ট পুলিশকে নির্দেশ দেন ওই তিন ধুমপায়িকে আটকের জন্য।

কোর্ট পুলিশ ধুমপায়িদের আটক করে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহর আদালতে উপস্থাপন করেন। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামিরা স্বেচ্ছায় তাদের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আদালত সংক্ষিপ্ত বিচার প্রক্রিয়ায় মামলাটি নিষ্পত্তি করেন।

বয়স বিবেচনায় আদালত দুইজন আসামিকে দন্ড প্রদান করলেও সতর্ক করে দন্ড স্থগিত করেন। এছাড়া একজনকে ২০০ টাকা জরিমানা করেন।

ওই আসামি চালানযোগে জরিমানার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে মুক্ত হন।

গাংনীতে শিক্ষার্থী নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় সহকারী শিক্ষককে পেটালেন প্রধান শিক্ষক

গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় মিরাজ শরিফ নামের এক সহকারি শিক্ষককে পিটিয়ে জখম করেছে প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান। এমন অভিযোগ করে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর লিখিত অভিযোগ করেছেন আহত শিক্ষক মিরাজ শরিফ। আহত শিক্ষক গাড়াবাড়িয়া

গ্রামের মৃত নজিবর রহমানের ছেলে।

আজ বুধবার বেলা ১১ টার সময় বিদ্যালয় মাঠে এমন ঘটনা ঘটে। ঘটনা তদন্তে দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করা হয়েছে। ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে বিভাগীয় শাস্তির আওতায় আনা হবে বলে জানান উপজেলা শিক্ষা অফিসার।

জানাগেছে, গত ৫ সেপ্টেম্বর সকালের দিকে বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেনীর গণিত ক্লাসে যান প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান। ক্লাসে অংক না পারায় শিক্ষার্থী রাজ,রাসেল সহ বেশ কয়েকজনকে ডাস্টার দিয়ে মাথায় আঘাত করে আহত করে। এমন ঘটনা শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা জানতে পেরে বিদ্যালয়ে ছুটে আসেন। সে সময় প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমানকে না পেয়ে সহকারি শিক্ষকদের কাছে নালিশ করেন অভিভাবকরা। পরে সহকারি শিক্ষকরা আহত শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি পাঠান এবং অভিভাকদের শান্ত করেন।

এঘটনার সুত্র ধরে আজ বুধবার সকালে মিরাজ শরিফ বিদ্যালয়ে আসলে প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান রাগান্বিত হয়ে তাদের আত্নীয় স্বজনদের খবর দিয়ে বিদ্যালয়ে ডেকে আনেন। হাবিবুর রহমান,তার ভাই জমজম ও ভাগ্নে পিপুল বিদ্যালয়ে ছুটে এসে মিরাজ শরিফের ওপর হামলা করে এবং লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করে। অন্যান্য শিক্ষক ও স্থানীয়রা মিরাজ শরিফকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করেণ।

মিরাজ শরিফ জানান, প্রধান শিক্ষক ক্লাসে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ভায়ভীতি দেখায় এবং এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। যার ফলে শিক্ষার্থীরো স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়। আমরা অনেক কষ্ট করে হোম ভিজিটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্কুলে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। এই নিয়ে মাঝে মধ্যে প্রধান শিক্ষক আমাদের ওপর রাগান্বিত হন এবং মারমুখি আচরণ করেন। এমন পুর্বেকার আক্রোশের কারনেই আজকে সকালে আমাকে পিটিয়ে আহত করেছে। আমি এর সুষ্ঠ্য বিচার দাবী করেছি।

বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আব্দুর রশিদ জানান, একজন প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন আমাদের অভিভাবক। তিনি যা করবেন তার মধ্যে আমাদের সম্মান অক্ষুন্য রেখে এবং শালিনতা বজায় রেখে করবেন। সহকারি শিক্ষক মিরাজ শরিফকে আজ লাঞ্চিত করেছেন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন আমরা এমন ঘটনার তিব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানায়। এবিষয়ে শিক্ষা অফিসকে জানানো হয়েছে। অফিসিয়াল ভাবে এর সুষ্ঠ বিচার দাবী করেন তিনি।

এবিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান জানান,আমি শিক্ষক হলেও রক্তে মাংসে গড়া একটি মানুষ। আমাকে সমস্ত শিক্ষকরা মিলে বিভিন্ন সময় হেয় পতিপন্ন করার চেষ্টা করে। আমি বিদ্যলয় থেকে বদলি নিতে চেয়ে শিক্ষা অফিসে দরখাস্ত করেছি। আজকে আমার ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেলে একটি অনাকাংখিত ঘটনা ঘটেছে। তবে কোন শিক্ষার্থীদের মারধর করিনি । আমার বিরুদ্ধে কোন শিক্ষার্থীর অভিযোগ নেই। অভিভাবকরা যদি আমার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করতে পারেন তবে আমি স্বেচ্ছায় বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাব।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শাজাহান রেজা জানান, আহত শিক্ষক মিরাজ শরিফ আভিযোগ করেছেন। তার অভিযোগের ভিত্তিতে দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি করে দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হবে। তিনিই অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবেন।

মেহেরপুর পিপি পল্লব ভট্টাচার্যের মাতার পরলোকগমণ

মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য ও জজকোর্টের আইনজীবি প্রলয় ভট্টাচার্য়ের মা নীরা ভট্টচার্য পরলোকগমণ করেছেন।

আজ বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯ টা ১০ মিনিটের সময় বার্ধক্যজনিত কারনে নিজ বাড়ি মেহেরপুর শহরের শহীদ আরজ সড়ক হোটেল বাজারে মারা যান তিনি। পরলোকগমন কালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

নীরা ভট্টাচার্যে ২ ছেলে ও ৪ মেয়েসহ আত্মীয় স্বজন ও অসংখ্য গুনগ্রাহী রয়েছেন।

মেহেরপুর বামনপাড়া পৌর শ্বশানে শেষকৃত্য করা হবে বলে জানিয়েছেন পরিবারের পক্ষ থেকে। তবে শেষকৃত্যের জন্য এখনও সময় নির্ধারণ করা হয়নি।

নীরা ভট্টাচার্য প্রয়াত অ্যাডভোকেট প্রভাস ভট্টাচার্যের স্ত্রী।

গাংনীতে জাল দলিল করে খাস জমি বিক্রি করতে গিয়ে গ্যাড়াকলে প্রতারক

ভূঁয়া জাতীয় পরিচয়পত্র ও জাল দলিল প্রস্তুত করে খাস খতিয়ানভূক্ত প্রায় আড়াই বিঘা জমি বিক্রি করতে গিয়ে গ্যাড়াকলে পড়েছেন গাংনী উপজেলার কোদাইলকাটি গ্রামের মোঃ আবুল কাশেম নামের এক ভূমি প্রতারক।

এঘটনায় গাংনী উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার মাহফুজ রানার বাদী হয়ে গাংনী ওই প্রতারকের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার কোদাইলকাটি গ্রামের জসিম উদ্দীনের ছেলে মো: আবুল কাশেম যার (এনআইডি নম্বর ১৪৬৩১৪৮১৩৮)গত সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর)প্রায় সাড়ে ৭৬ শতক সরকারি খাস খতিয়ান ভুক্ত (অর্পিত সম্পত্তি) জমি মো: আবুল কাশেম নিজের নামে জাল দলিল সৃষ্টি করে বিক্রির জন্য সাবরেজিস্ট্রি অফিসে আসেন।

বিষয়টি সাবরেজিস্ট্রারের সন্দেহ হলে তাৎক্ষনিকভাবে উপজেলা ভূমি অফিসে খোঁজ নেন।খোঁজ নিলে এই ভূমি জালিয়াতির তথ্য বেরিয়ে আসে।

দলিল লেখক মোঃ নাসির উদ্দিন (সনদ নম্বর ০২)দলিলটি মুসাবিদা করে দেন।

জানা গেছে, চলতি বছরের ২৩ জুন তারিখের মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালযয়ের রেকর্ড রুমের দায়িত্বে থাকা প্রস্তুতকারক, তুলনাকারী, রেকর্ড কিপার, সহকারী কমিশনারের জাল স্বাক্ষরে ৪টি আর এস রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি সৃষ্টি করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ডেপুটি কমিশনারের মালিকানায় না দিয়ে এই খাস জমির মালিক প্রজা কলামে আবুল কাশেমসহ কয়েকজনের নাম ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এই সার্টিফাইড

কপির ভীত শক্ত করতে প্রত্যেকটি রেকর্ড এর খাজনা দাখিলা যা অনলাইন বা ডিজিটাল প্রকৃতির এবং মটমূড়া ইউনিয়ন তহশিলদার বদরুন্নাহার স্বাক্ষরিত জমা দেওয়া হয়েছে। পরে এগুলো যাচাই বাছাইয়ে জাল পাওয়া গেছে।

সাবরেজিস্ট্রার মাহফুজ রানা জালিয়াত চক্রের হোতা আবুল কাশেমের নামে রেজিস্টারিং অফিসারের রেকর্ড ও নামজারির সঠিকতা যাচায়ের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এবং তার জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।আবুল কাশেমের দাখিল করা কাগজপত্র ও ব্যক্তির পরিচয় যাচাইও সম্ভব হয় না।

পরে দলিল এবং এল টি (ল্যান্ড ট্রান্সফার) নোটিশের সাথে সংযুক্ত জাল রেকর্ড ও জাল দাখিলা সমূহ জব্দ করা হয়েছে। তবে, বিষয়টি বুঝতে পেরে আবুল কাশেম পালিয়ে যায়।

জালিয়াতির ঘটনাটি সাধারণ ডায়েরি ভুক্ত করার জন্য আজ ৬ সেপ্টেম্বর) বিকাল গাংনী থানায় অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে।

এব্যাপারে সাব-রেজিস্ট্রার মো. মাহফুজ রানা বলেন, “সরকারি খাস জমি বা অর্পিত সম্পত্তি কোন ভাবেই হস্তান্তরযোগ্য নয়। কেউ জালিয়াতি করে রেকর্ড সৃজন করলে আমাদের কাছে কোন ডাটাবেইজ নেই যে ধরা যাবে। আবার, নিবন্ধন বিধিমালার বিধি ৪২ এ রেজিস্টারিং অফিসারের দায়মুক্তি থাকলেও আমরা সদা সচেতন থাকি।

ঘটনাটি সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হওয়ায় জেলা রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের নিকট অভিযোগটি জব্দকৃত কাগজপত্র ও দলিল সহ

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৭ দুটি মামলা রেকর্ড

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভভূক্ত ও নিয়মিত

মামলায় ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

আসামিদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযান আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১, সিআর মামলায় ১, মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ ও গাংনী থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ৩ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন। পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। তিনটি থানার একাধিক টিম এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে ছাগল চুরি করে পালানোর সময় তিন চোর আটক, ছাগল ও ইজিবাইক জব্দ

ছাগল চুরি পালানোর সময় ধরা পড়লো তিন ছাগল চোর। এসময় তাদের কাছ থেকে একটি ছাগল ও ইজিবাইক জব্দ করেছে পুলিশ।

গাংনী থানার ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ভবানীপুর গ্রামের মধ্যে থেকে তাদের আটক করেন পুলিশ।
আটকরা হলেন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার তারাগুনিয়া গ্রামের মন্ডলপাড়া এলাকার রাকিবুল ইসলামের ছেলে মামুন (২৪). তোফাজ্জেল হোসেনের ছেলে মো: রানা (২৫) ও আলম হোসেন মালিথার ছেলে সজল হোসেন (২৪)।

ছাগল চুরির অভিযোগ এনে এই তিন জনের বিরুদ্ধে এ উপজেলার বাওট গ্রামের আবুল কালাম আযাদ বাদী হয়ে দন্ডবিধির ৩৭৯ও ৪১১ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৫, তারিখ ০৫/০৯/২০২২ ইং।

এ মামলায় তাদের আটক দেখিয়ে আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।
ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রাইহ্যান বলেন, একটি ইজিবাইকে করে ওই তিন যুবক একটি ছাগল নিয়ে যাওয়ার সময় টহল পুলিশের সামনে পড়ে। পুলিশের সন্দেহ হলে তাদের চ্যালেঞ্জ করা হয়। এসময় তারা পলানোর চেষ্টা করেন। এসময় তাদের তাড়া দিয়ে আটক করা হয়।

পরে খবর পেয়ে ছাগলের মালিক বাওট গ্রামের আবুল কালাম ছাগল সনাক্ত করে এবং তিনজনকে আসামি করে চুরির অপরাধ এনে একটি মামলা দায়ের করেন।

সাত আওয়ামী লীগ নেতার মনোনয়নপত্র জমা

আগামী ১৭ অক্টোবর মেহেরপুরসহ দেশের ৬১টি জেলা পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনকে ঘীরে সরগরম হয়ে উঠেছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক অঙ্গন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের নির্বাচনে ইতোমধ্যে আওয়ামীলীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে ৮ জন নেতা দৌড় ঝাপ শুরু করেছেন। একথা জানান মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতির ধানমন্ডির ৩ নং কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন মেহেরপুরের ৮ জন মনোনয়নপ্রত্যাশী।

তাঁরা হলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক

সভাপতি ও জেলা পরিষদের বর্তমান প্রশাসক গোলাম রসুল, সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বোন ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শামীম আরা হিরা, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুল মান্নান ওরফে ছোট মান্নান ও জেলা কৃষকলীগের সভাপতি মাহাবুবুল হক শান্তি।

ইতোমধ্যে দলীয় কার্যালয়ে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের বর্তমান প্রশাসক গোলাম রসুল, সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বোন ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শামীম আরা হীরা, জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি আব্দুল মান্নান ওরফে ছোট মান্নান

বর্তমান প্রশাসক আলহাজ্ব গোলাম রসুল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শামীম আরা হীরা ও সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন গতকাল সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী হওয়ার লক্ষ্যে দলীয় কার্যালয় মনোনয়নপত্র জমা দেন। এর আগে গত রবিবার মনোনয়নপত্র জমা দেন সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী ও আব্দুল মান্নান।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের দলীয় সভা নেত্রীর ধানমিন্ডর ৩ নং অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এছাড়া বাকী দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশীরাও দু একদিনের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

জানা গেছে, আগামী ১৭ অক্টোবর ভোট গ্রহণের দিন রেখে তফশিল ঘোষণা করা হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন। ২৬ সেপ্টেম্বর প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে। এবং ভোট হবে ইভিএম-এ।

আগামী ১৭ অক্টোবর মেহেরপুরসহ দেশের ৬১টি জেলা পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবারই প্রথম এসব জেলা পরিষদে ভোট নেওয়া হবে ইভিএমে। গত ২৩ আগষ্ট মঙ্গলবার বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন জেলা পরিষদের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেছেন।

আগামী ১৭ অক্টোবর সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়ীত্ব পালন করবেন সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত ইভিএমের মাধ্যমে

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

মুজিবনগরে প্রথম স্ত্রীর পর দ্বিতীয় স্ত্রী ও বিষপানে আত্মহত্যা

প্রথম স্ত্রী জোহুরা খাতুন বিষ বছর পূর্বে পারিবারিক কলহের জের ধরে বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। এবার একই কারণে দ্বিতীয় স্ত্রী শাহিনুর খাতুনও (৫০) বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন। শাহিনুর খাতুন মুজিবনগর উপজেলার ইসমাইল হোসেনের স্ত্রী।

আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

গত ১ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে স্বামীর সাথে ঝগড়ার জের ধরে শাহিনুর খাতুন বিষপান করেন। তাকে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানেও তার অবস্থার অবনতি হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে ৩ দিন চিকিৎসা নিয়ে গতকাল বাড়ি ফিরে আসেন। বিকালের দিকে আবারো অসুস্থ্য হয়ে পড়লে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে মারা যান তিনি।

স্থানীয়রা জানান, ইসমাইল হোসেনের প্রথম স্ত্রী জোহুরা খাতুন দুই সন্তান ফেলে বিষ বছর পূর্বে বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। এরপর দ্বিতীয় বিয়ে করেন শাহিনুরকে। শাহিনুর খাতুনেরও তিন সন্তান রয়েছে। স্বামী ইসমাইল হোসেনের সাথে ঝগড়ার জের ধরে সেও বিষপান করে আত্মহত্যা করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে জাতীয় গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে ৪৯ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর)সকাল ১০ টার সময় ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ৪৯ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ওবায়দুল্লাহ সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব বিশ্বাস প্রমুখ।এসময় বিভিন্ন স্কুল কলেজ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।এর আগে সকালে জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা এবং শান্তির প্রতিক কবুতর উড়ানো হয়।

উদ্বোধনী দিনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং হ্যান্ডবল বালিকায় ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এবং বাড়ি বাঁকা সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় নিজ নিজ খেলায় জয় লাভ করেছে।

সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত হ্যান্ডবল বালকে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় আমঝুপি মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়কে ও ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কে পরাজিত করে।

একই মাঠে অনুষ্ঠিত হ্যান্ডবল বালিকায় ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বাড়িবাঁকা সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কে পরাজিত

□□□□